"একটি প্রবন্ধ"

সুপ্রিয় সুধীবৃন্দ,

৬. মহাগুরু রমিজ তাঁর প্রণীত *"স্বর্গে আরোহণ ও সত্যে পরিণত"* নামক পুস্তকে ১৩ নং উপদেশে ছন্দের মাধ্যমে ভক্তদের আদেশ করেছেন যে-

"সাইন্টিস্ট দেখিয়া নেয় কোথায় কি রয়েছে
তোমরা প্রমাণ কর স্রষ্টা কোথায় আছে"।

তার অর্থ হচ্ছে- বিজ্ঞানীরা যেমন যুক্তি-তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকৃতির বিষয় বস্তুর সত্যের সন্ধান লাভ করে থাকেন, তেমনি তিনি ভক্তদেরকেও আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং রমিজ রচিত তিনটি পুস্তকের বিষয়বস্তু গবেষণা পূর্বক বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক যুক্তিতত্ত্বের মাধ্যমে স্রষ্টাকে চেনা ও জানার জন্য সরাসরি আদেশ দিয়েছেন। একজন সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যেই আত্মরাজ্যের তত্ত্বসমূহ অবগত হওয়া সম্ভব। তাই স্রষ্টাকে চিনতে হলে প্রথমেই সদ্‌গুরুকে চিনতে হবে। সদ্‌গুরুর জাতের সাথে লয় হতে হবে। তবেই নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন পূর্বক পরম সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

মহাগুরুর উক্ত আদেশ/তাগিদের জন্য রমিজ কেন মহাশক্তি শীর্ষক প্রবন্ধ খানি সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের খেদমতে পেশ করা হলো। তিনি স্বশরীরে থাকাকালীন স্কুল-কলেজে লেখাপড়া অবস্থায় তাঁর সরাসরি আদেশে প্রতি শুক্রবার সাপ্তাহিক মাহ্‌ফিলে উপস্থিত হয়ে অংশগ্রহণ করেছি। তাঁর বাণী রচনার নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন করে উপস্থিত পরিবারস্থ সকলে এবং ভক্তবৃন্দ তৃপ্তি লাভ করেছেন। তাঁর রচিত বাণী সাথে সাথে আমি ও অন্যান্য শিল্পীগণ হারমোনিয়ামে পরিবেশন করে তাঁর মনোরঞ্জন করেছি। এ সময় তাঁকে শিশুর মত কাঁদতে দেখেছি।

মহাশক্তির পরিবারে কেবল আমিই একমাত্র তাঁর সুর-তাল এবং কণ্ঠস্বরের অনুকরণ ও অনুস্মরণ করেছি। তাঁর নির্দেশে ১৯৬৬ সালে কুমিল্লায় ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁনের নিকট কণ্ঠসাধন করেছি। ১৯৬৪ সালে আমি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষের একজন কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজির নিয়মিত ছাত্র ছিলাম। গুরু রমিজ তাঁর আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে আসেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া বন্ধ করে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে লেখা পড়া করার জন্য গুরু রমিজ আমাকে সরাসরি আদেশ করলেন। আমি তাঁর আদেশ অনুযায়ী কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে লেখা পড়া আরম্ভ করি। আমি তাঁর প্রতিটি অনুষ্ঠানে যোগ দেই এবং সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তাঁর ও ভক্তদের মনোরঞ্জন করতে থাকি। পরিশেষে তিনি নিজেও আমাকে আধ্যাত্মিক এবং সঙ্গীত সমন্ধে তালিম দিয়েছেন।

তিনি যে বাণী বিশ্লেষণ দিয়েছেন আজো তা হৃদয়ে গাঁথা আছে এবং থাকবে। তাঁর সাথে সঙ্গ করা হয়েছে বিধায় তাঁর (মহাশক্তি) সম্বন্ধে যা লিখা হয়েছে তা বস্তুনিষ্ঠ। অনাগত ভবিষ্যতে ভাবাবেগ আপ্লুত হয়ে কেহ যেন মহাশক্তি সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত কিছু না লিখে সে জন্যেই মাঝে মাঝে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখি।

আমার অবর্তমানে অনেকেই হয়তো গুরু রমিজের বই পুস্তক পড়ে এবং গবেষণা করতঃ সুন্দর সাবলীল ভাষায় মহাশক্তি সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখতে পারেন, তাদের পরিপূরক হিসাবে এই প্রবন্ধ উপকারে আসবে।

এ প্রবন্ধ পাঠ করে আপনারা যদি মহাশক্তি সম্পর্কে কিঞ্চিত মাত্রও ধারণা নিতে পারেন, তবে আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। পরিশেষে আপনাদের হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা কামনা করছি। ইতি-

রমিজ মনোনীত প্রতিনিধি
(খন্দকার আমিরুল ইসলাম)